দাম্পত্যজীবন হোক সুখময়

ড. হাসসান শামসি পাশা

দাম্পত্যজীবন হোক সুখময়

অনুবাদ
কাজী আছিফুজ্জামান

মাকতাবাতুল হাসান

দাম্পত্যজীবন হোক সুখময়

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : মো:রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ

প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান
পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - wafilife.com - বইফেরী.কম - নিউ লেখা প্রকাশনী (কলকাতা)
ISBN : 978-984-97319-3-1
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ২৮০/- টাকা মাত্র

Dampottojibon Hok Sukhomoy
By Dr. Hassan Chamsi Pasha
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো। এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে।

[সুরা রুম, ২১]

ইবলিস পানির ওপর সিংহাসন পেতে (মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য) তার বাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়। এদের মধ্যে তার সর্বাধিক নিকটভাজন সে-ই হয়, যে সর্বাধিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

(নির্দিষ্ট সময় শেষে তারা ফিরে আসে।) তাদের একজন বলে, আমি এই এই কাজ করেছি। তখন ইবলিস বলে, (এ আর এমন কী) তুমি তো কিছুই করতে পারোনি।

অন্যজন বলে, আমি স্বামী এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করার পরই তাকে ছেড়েছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন ইবলিস তাকে তার নিকটভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বলে, তুমিই সবার চেয়ে সেরা কাজটি করেছ।[১]

---

১. *সহিহ মুসলিম*, ৬৮৪৬

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১
কুরআনের লিপিতে স্ত্রীর মর্যাদা.....১৭
কুরআনের লিপিতে স্বামীর মর্যাদা ১৯
নবীজির ভালোবাসাময় দাম্পত্যকানন.....২১
রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রেমময় হৃদয়.....৩০
বিয়ে যেন সওয়াবের ডালা. ৩২
ক্ষমা দাম্পত্যজীবনের ইরেজার ৩৫
ভালো কথা সদকাতুল্য ৩৬
পারস্পরিক সম্পর্ক হতে হবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ৩৮
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শ্রদ্ধার আচরণ করুন.....৩৯
স্ত্রীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখুন ৪০
স্বামীর জন্য সজ্জিত হোন..... ৪২
পারস্পরিক সম্পর্ক হতে হবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ৪৩
কিছু বিশেষ মুহূর্ত ৪৫
স্বামীদের চাওয়া.....৪৭
যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা চাই..... ৪৯
পুরুষ কখনোই নারীর মতো নয় ৫১
কেমন হবে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর আচরণ?.....৫৫
স্মরণীয় কিছু কথা ৫৭
স্ত্রীকে যেভাবে প্রেয়সী বানাবেন.....৫৯

দাম্পত্যজীবন নয় কর্পূরের ঘ্রাণ ক্ষণকাল পরেই যা হয়ে যাবে ম্লান..... ৬১
স্ত্রীকে মূল্যায়ন করুন.....৬৩
গাধাটাকে এখনই তালাক দাও..... ৬৪
চোখের ইশারা বুঝতে শিখুন ৬৬
গোপন বিষয় গোপনই রাখুন..... ৬৭
যে গোপনীয়তা প্রকাশ নিষেধ ৬৯
স্ত্রী যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকবেন.....৭১
স্বামী যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন.....৭৪
যেভাবে হবেন একজন উত্তম স্ত্রী ৭৬
আপনার ঘর হোক প্রশান্তির পুষ্পকানন..... ৭৮
যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন..... ৮১
আপনি একজন নারী.....৮২
এভাবে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যায়..... ৮৪
ভালোবাসাই জীবনের প্রাণশক্তি ৮৬
স্ত্রীর জীবনের একটি দিন.....৮৮
পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়.....৮৯
এ অভ্যাস পরিহার করুন ৯৩
সুখী দাম্পত্যজীবনের সূত্র.....৯৫
আমার স্ত্রী..... ৯৭
স্বামীকে যেভাবে হেদায়েতের পথ দেখাবেন..... ১০৩
অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসা নবায়ন করুন..... ১০৫
স্ত্রী কেন নিজের ব্যাপারে যত্নশীল থাকে না? ১০৭
নিন্দা করা থেকে বিরত থাকুন ১০৯
দুই বয়োবৃদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা..... ১১১
সামান্য একটু ধৈর্য.....১১৩
আপনার স্ত্রীর অনুভূতি ১১৫
আপনার স্ত্রীকে তার মতো করেই ভালোবাসুন ১১৭
যেমন কর্ম তেমন ফল ১১৮
স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন ১২০

শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি বার্তা ১২২
বাইরে গেলে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখবেন ১২৪
'উপেক্ষা' একটি মহৎ গুণ ১২৫
সবসময় হাসিখুশি থাকুন ১২৮
বিরল দৃষ্টান্ত ১২৯
ঘরে স্বামীর আগমনে স্ত্রীর করণীয় ১৩১
এ এক অনন্য ভালোবাসা ১৩৩
দাম্পত্যজীবনের গোলাপকে ঈমানের পানিতে সিঞ্চিত করুন ১৩৫
জীবন হোক সুন্নাহসম্মত ১৩৬
আল্লাহর জন্যই আমার জীবন ১৩৮
বুদ্ধিমতী স্ত্রী ও বোকা স্ত্রী ১৩৯
সুন্দর সম্পর্ক ১৪১
বিয়ে করা মানে কি ভালোবাসাকে দাফন করা? ১৪৩

ভূমিকা

সুখী দাম্পত্য একটি শিল্প। প্রত্যেক দম্পতির উচিত এই শিল্প আয়ত্ত করা। সুখী দাম্পত্য কেবল একজনের প্রচেষ্টায় অর্জন হয় না; বরং জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সুখী দাম্পত্যের সূত্র।

অভিজ্ঞজনরা বলেন, একটি সুখী দাম্পত্যে প্রধান ভূমিকা থাকে স্ত্রীর। এখন হয়তো অনেক বোন বলবেন, আমাদেরকেই কেন প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে? কেন সব দায়িত্ব শুধু স্ত্রীদের?

প্রিয় বোন! পারিবারিক পরিমণ্ডলে সুখশান্তিতে সমৃদ্ধ করার যোগ্যতম হলেন আপনি। কেননা আবেগ ও মমত্বের আধার আপনিই। এজন্যই তো সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের মহান দায়িত্বটিও রব আপনাকেই দিয়েছেন।

প্রিয় বোন! একজন স্ত্রী খুব সহজেই তার স্বামীর হৃদয় জয় করে নিতে পারে, যদি সে জয় করার কৌশল আয়ত্ত করে নিতে পারে। কৌশলটি হলো, স্বামীর পছন্দনীয় কাজগুলো করা এবং অপছন্দনীয় কাজগুলো এড়িয়ে চলা।

প্রিয় বোন! একজন অনুগত ও সহানুভূতিশীল স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সুখী করা খুবই সহজ। ভালোবাসা ও সহানুভূতি দিয়েই সে তাকে সুখের বন্দরে আটকে রাখতে পারে। এজন্যই পরিবারকে সুখী করার ভূমিকা আপনারই।

যে স্ত্রী স্বামীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়, সন্তান লালনপালন ও অধিকাংশ ঘরোয়া দায়দায়িত্ব থেকে স্বামীকে মুক্ত রাখতে পারে, স্বামীর দুঃখকষ্টে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাকে সন্তুষ্ট করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, সেই স্ত্রী সুখী পরিবার গড়ার সফল শিল্পী।

প্রিয় বোন! লক্ষ রাখতে হবে, স্বামীর আনুগত্যও যেন হয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। স্বামীর সন্তুষ্টিকরণও যেন হয় আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্টিকরণ।

এই বিষয়গুলোই আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে আপনার স্বামীর ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার প্রতি। তার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার বিনিময়ে আপনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালে আল্লাহ তাআলার নিকট পাবেন অসামান্য প্রতিদান।

একে অপরের মন্দ বিষয়গুলো ভালো কিছু দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। যার ফল হবে এই যে, তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তির শত্রুতা ছিল, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। [সুরা হা-মিম সাজদা, ৩৪]

আয়াতে বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা রয়েছে; এমন আচরণে তারা হয়ে যাবে পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যাদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে, তারা যদি এমন আচরণ করে, তাহলে তাদের সম্পর্ক যে কতটা মধুর হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রিয় ভাই! আপনি যদি আপনার সুখী দাম্পত্য পেতে চান, তাহলে স্ত্রীর ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নবান হোন!

- স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন।
- সকল বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করুন।
- সিদ্ধান্তগ্রহণে তার মতকে গুরুত্ব দিন।
- তার দুঃখকষ্টে তার পাশে থাকুন! যেন এর মাধ্যমে তার কষ্ট লাঘব হয়।
- তার দুঃখকষ্টের কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শুনুন।
- তার সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্ত উদ্‌যাপন করুন।
- তাকে বন্ধু মনে করুন।
- তার সঙ্গে শ্রদ্ধার আচরণ করুন।
- কখনোই কোনো বিষয়ে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না।
- যদি তার ব্যাপারে আপনি কোনো ত্রুটি করে ফেলেন তাহলে তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করুন।
- সে যেমন আপনার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা লালন করে, আপনিও তার প্রতি তেমন ভালোবাসা লালন করুন।

প্রিয় ভাই! উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে চলা ছাড়া সুখময় দাম্পত্য পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রিয় ভাই! সুখী পরিবারের অর্থ এটা নয় যে, সেখানে একটু-আধটু খুনশুটিও থাকবে না; বরং সুখী পরিবারের স্বামী-স্ত্রীকে এমন কৌশলী হতে হবে যে, কোনোরূপ খুনশুটি যেন তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে পরাজিত করতে না পারে। শুধু হৃদয়বান হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং নিজের হৃদয়ে স্ত্রীর হৃদয়টিও লালন করা চাই। এমনটি হলে কেবল একটি প্রেমময় কথাই দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উষ্ণতা ছড়িয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোন! অনেকে মনে করে, দাম্পত্যজীবনে প্রেম-ভালোবাসার বিষয়গুলোরও শিক্ষা নিতে হবে পশ্চিমাদের থেকে। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর রেখে যাওয়া জীবনব্যবস্থা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয়। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা রা.-এর সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এর বর্ণনা রয়েছে।

> নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন পারসিক প্রতিবেশী ছিল। সে খুব ভালো সুপ-জাতীয় খাবার রান্না করতে পারত। একদিন সে সুপ রান্না করে নবীজির কাছে এলো নবীজিকে দাওয়াত দিতে। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, সে (আয়েশা) কি আমার সঙ্গে যাবে?
>
> লোকটি বলল, না।
>
> নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আমিও যাব না।
>
> লোকটি আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিলো। নবীজি আবারও বললেন, সে (আয়েশা) কি আমার সঙ্গে যাবে?
>
> লোকটি বলল, না।
>
> নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আমিও যাব না।
>
> সে আবার নবীজিকে দাওয়াত দিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, সে (আয়েশা) কি আমার সঙ্গে যাবে?
>
> তৃতীয়বারে সে বলল, জি, সেও যাবে।

তখন তারা দুজন (নবীজি ও আয়েশা) একসঙ্গে লোকটির বাড়িতে এলেন।[২]

পারসিক লোকটি যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবেসে তার বাড়িতে দাওয়াত করল, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত দিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকেও দাওয়াত দিতে হবে। দেখুন, কেমন ভালোবাসা ছিল তাদের দুজনের মধ্যে! এটাই হলো স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনকে পূর্ণ মূল্যায়নের উদাহরণ।

প্রিয় ভাই ও বোন! বিবাহিত জীবন কেবল দায়দায়িত্ব পালনের নাম না। শুধু দায়দায়িত্বের ওপর যে জীবনের ভিত্তি, সে জীবন নির্জীব, নিষ্প্রাণ। দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

আর পরস্পরের মহানুভবতাপূর্ণ আচরণ ভুলে যেয়ো না।

[সুরা বাকারা, ২৩৭]

সফল ও ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, একজন অপরজনের দোষত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা না-দেখা এবং মনের মধ্যে ধরে রাখা না-রাখার মাঝে। এগুলো এড়িয়ে চলতে পারলে আপনি সফল, না পারলে ব্যর্থ।

প্রত্যেক দম্পতির জন্য উচিত, একে অপরের প্রতি মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা না রাখা। আজীবন এটার চর্চা অব্যাহত রাখা। কেননা যেকোনো সমস্যায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একে অপরকে তার পাশে চায়।

প্রিয় ভাই! আপনি আপনার স্ত্রী ও পরিবারের লোকদের কাছে অনুস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হোন। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এমন কোনো স্বভাব আপনার স্ত্রীর থেকে কামনা করবেন না, যে স্বভাবে আপনি নিজেই অভ্যস্ত নন। অন্যরা আপনাকে সংশোধন করার পূর্বে নিজেই নিজেকে সংশোধন করে ফেলুন।

সুতরাং অন্যের থেকে এমন কিছু কামনা করবেন না, নিজে যা করেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

২. *সহিহ মুসলিম*, ২০৩৭

> হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা করো না? আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা করো না। [সুরা সফ, ১-২]

আপনার স্ত্রী থেকে দূরে সরে যাবেন না, কেননা সে আপনার পথের সঙ্গী, আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুঃখকষ্টের সময় সে-ই আপনার পাশে থাকে। আপনার জন্য সে তার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে।

অনেক বোন আছেন, যারা সামান্যকিছু হলেই রাগে ফুঁসতে থাকেন, সামান্য কারণেই স্বামীর কাছে তালাক চান। আপনারা নিজেদের চিন্তাকে পরিবর্তন করুন। স্বামীর ভালো দিকগুলো স্মরণ করুন। এমন তো নয় যে, তার মধ্যে কোনো ভালো গুণ নেই। এক-দুটো দোষের কারণে কাউকে অপছন্দ করা কি উচিত? এমন স্বামী অনেক আছে, যারা আপনার স্বামীর চেয়েও রূঢ়, অনেক অত্যাচারী। তাদের স্ত্রীরা তাদের সঙ্গে আছে শুধু তাদের ভালো গুণগুলো স্মরণ করে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন নারীর দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না, যে তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ না। কারণ সে তার মুখাপেক্ষী।[৩]

তাকে ছাড়া কি আপনি চলতে পারবেন? তাকে ছাড়া কি আপনি সুখী জীবন কল্পনা করতে পারবেন? আপনি কি আবার আপনার বাবার বাড়িতে ফিরে যেতে চান? সত্যি সত্যিই কি আপনি বিবাহবিচ্ছেদ কামনা করেন? উত্তর যদি হয় 'না', তাহলে কেন শুধু শুধু এমন করে দাম্পত্যজীবন বিষিয়ে তোলেন?

প্রিয় ভাই ও বোন!

আমি কখনো কখনো বোনদের ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছি, আবার কখনো স্বামীদের ব্যাপারে। এর দ্বারা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিম পরিবারগুলোর সংশোধন এবং পরিবারগুলোতে সুখের আবেশ ছড়িয়ে দেওয়া। কেননা একটি পরিবার সংশোধন হয়ে যাওয়া মানে একটি প্রজন্ম সংশোধন হয়ে যাওয়া।

পাঠকদের প্রতি আমার আবেদন থাকবে, আপনারা গ্রন্থের প্রত্যেকটি নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করবেন না। কেননা প্রত্যেক পরিবারের স্বতন্ত্র

---

৩. *তারগিব*, ১৯৪৪

বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেক দম্পতি এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা অন্য দম্পতির মাঝে নেই। তাই পাঠকের উচিত হবে গ্রন্থে উল্লেখিত সবকিছু নিজের ওপর চাপিয়ে না দেওয়া। অথবা শিক্ষক সেজে অন্যকে এই গ্রন্থের সবক দেওয়াও কাম্য নয়। অন্যকে কোনোকিছু জানানোর ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার চেয়ে উত্তম আর কী উপায় হতে পারে!

হে আল্লাহ! আপনি প্রত্যেক দম্পতিকে কল্যাণময় সমৃদ্ধি দান করুন! বরকতময় এ জাতির প্রতিটি ঘরে আপনি ভালোবাসা ও প্রশান্তির ছায়াকে স্থায়ী করে দিন!

ড. হাসসান শামসি পাশা

রজব ১৪৩৫ হি.

মে ২০১৪ খ্রি.